

অমৃত বাজার পত্রিকা

Shimoli Maharanee Swarnamoyee,
Kasimbazar, Das, Behar.

মূল্য:—অগ্রিম বাবু ক ৩০, ডাক মাসুল ১০, বাৎসরিক ৩০, ডাক মাসুল ১০, ত্রৈমাসিক ১০, ডাক মাসুল ১০, আনিয়া অনগ্রিম বাবু ক ৮০, ডাক মাসুল ১০ টাকা।
বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য:—প্রতি টিকি, শ্রবণ, বিজয় ও উত্তর বার ১০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ১০ আনা।

৩ ভাগ } কলিকাতা:—১৭ই মার্চ, শুক্রবার, মন ১২৮০ মাল। ইং ২৯ জাম্বুয়ারি ১৮৭৪ খৃঃ অদ। } ৫১ নং বা

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা বহুবাজার স্ট্রিট নং ১

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্মার
ধাতু দৌর্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্বদা মনঃ ক্রোশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হয়। ইত্যাদি হইলে

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র বার ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা যুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণ শক্তি কম হয় এবং তুর্নবন্ধন মন সর্বদা ক্ষুধা বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে। ইহা সেবন করিলে ক্ষুধা বিহীন মন ও শরীর ক্ষুধিত্ব হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে।

যাহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আদিগণের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগা, অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্মার হেয়ার প্রিজারভার।

নিয়ম মত কিছুদিন ব্যবহার করিলে সুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদের আর শুক্রবর্জিত থাকিবেনা। চুল ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য " " ১ টাকা
ডাক মাসুল ইত্যাদি " " " " ১০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্মার হিমসাগর তৈল।
যাহারা অতিশয় ধারন ও মানসিক চিন্তা জন্য মাথার বেদনায় ও অবসন্নতার ক্রান্তিতে তাহাদিগের পক্ষে ও বার প্রধান ধাতুর পক্ষে এই তৈল অতীব উপকারী।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য " " ১ টাকা
ডাক মাসুল ইত্যাদি " " " " ১০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্মার কলেরা ক্যান্ডার।
ইহা এদেশীয় ওলাউটা রোগের অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা এক বিন্দু হইতে ২০ বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ইহার আর্ডন স্ শিশির মূল্য ১০ আনা
ডাক মাসুল ইত্যাদি ১০ আনা।

হেয়ার প্রিজারভার, হিমসাগর তৈল ও কলেরা বার নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।
বহুবাজার ২২ নম্বরের বাটা ওরিয়েন্টল এপথিক্যাল হল, দাম সরকার এণ্ড কোম্পানির নিকট ও
স্বরার ১৪ নম্বরের বাটা মোহালানবিশ

এও কোম্পানির নিকট। এবং চিতপুর রোড ২০ নম্বরের বাটা, ইউনিভার্স্যাল মেডিক্যাল হলে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

ইহা স্বাধিকার বো বাহারের
শব্দ সম্প্রদায়।
দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল ১০ আনা। প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবে।
দেবনাগরীক্ষরে শীঘ্রই প্রকাশ হইবে।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং,
কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটা।

বিদ্যাপতি।

মহাজন পদাবলী সংগ্রহ ১ম ভাগ, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের জীবনী, গ্রন্থ সমালোচনা এবং বিদ্যাপতির মূলগ্রন্থ সটীক, মূল্য ১১০ ডাক মাসুল ১০ আনা। কলিকাতা কলেজ স্ট্রিট ৫৪ নং দোকান শ্রীযুক্ত কেশরাম চট্টোপাধ্যায় এবং কোর নিকট, কিম্বা বশোর বগচর শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দেব নিকট এবং অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য।

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাধাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাঘ বাবুর স্ট্রিট ৭৭ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩/০ টাকা মায় ডাকমাসুল।
ব, এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা।

উক্ত বেঙ্গল রম ১। ডজন ৯। ১ বোতল
১/১০ মাইট ১০। ডব্বেলার শ্রীযুক্ত দ্বন্দ্বর চন্দ্র সর্দার কোং সোল এজেন্ট শ্রীযুক্ত সর্দার কোং ২৫ নং ডেলহোই ইকএর কলিকাতা।

বিবাহের বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মণ কন্যা হইবেক, বয়সক্রম দশ বৎসরের স্থান না হয়, এবং কুলীন কন্যা হইলে ভাল হয় কারণ আমি স্বয়ং কুলীন। বংশজ হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু সদ্বংশ জাত হইবে। আগামী ফালগুণ তক বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিতে হইবেক। আমি গবর্ণমেন্ট সংক্রমণ কর্ম কাজ করি এবং কিছু জমিদারীও আছে। তাহার বাৎসরিক প্রায় ২০০০ টাকা মুদ্রা।
স্বয়ংক্রম ২৭ সাতাইশ মন, নিম্নলিখিত পীড়া যাহার আমার বিষয় আর কিছু গত হইতে চাহেন তাহারা নিম্নলিখিত স্থানে পত্র লিখিলে আমি পাইব।

শ্রীহ—
মোজাকরপুর, ত্রিভুবন

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ

মহত্ব সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ গণীকৃত হইয়াছে। জ্বগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রসীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, পীড়া, বুক, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়ার মেলেরিয়ার প্রসীড়িত কুইনাইন দ্বারা তাহার বিশেষ প্রত কারক। মূল্য ২ টা মায় ডাকমাসুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১১০ টাকা মায় ডাক মাসুল।
টাকরোগের মহৌষধ।

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১১০ টাকা মায় ডাকমাসুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণে এম স্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারিলাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

বিজ্ঞানসার উপক্রমণিকা ২২২ পৃষ্ঠা ৩৩ খানি চিত্র সম্বলিত মূল্য ২ এক টাকা ডাক মাসুল ১০ আনা। বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রের পরীক্ষার নির্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহা

বিজ্ঞানসার সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত
This work is eminently suited as a text book for schools * * it can be safely used for the purpose of scientific instruction. The production does credit to his (author's) abilities and scholarship.—*Indian Mirror* Aug. 23. 1872.

The author Baboo Beereshur Panda deserves great credit for the attempt he has made. * * * The book will form a good text for schools.—*Hindoo Patriot* Aug. 26. 1872.

এই খানি যে কেবল সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে এমন নহে, ইহাতে অতি সরল প্রাণালীও অবলম্বিত হইয়াছে। অল্পমাত্র সাহায্য লাভ হইলে বালক বালিকারা এখানি অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।—সোমপ্রকাশ, ২১শে ফাল্গুন।

বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রের পরীক্ষার্থীদের এপুস্তক পাঠে বিশেষ উপকারী।—অমৃত বাজার পত্রিকা।

মার্চ ১৭

একজন করাশীশ পণ্ডিত 'বাইবেল ইন ইণ্ডিয়া' নামক একটি পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, যে দেশ জগতের জ্ঞান, ধর্ম, বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের ভাণ্ডার সেই দেশের এরূপ দুর্গভিত্তি কেন হইল। তিনি বলেন ক্রাক্ষণেরা অপর জাতির উপর কঠোর শাসন ও অত্যাচার প্রভৃতি প্রবর্তিত করিয়া মহাপাপ করেন এবং সেই মহাপাপের নিমিত্ত ভারতবর্ষের এরূপ হীন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। করাশীশ প্রভৃতির ভারতবর্ষের পতনের যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন সেটা প্রকৃত কারণ না হইতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ মহাপাপের নিমিত্ত যে এরূপ রাজ্যের এরূপ দুর্গভিত্তি হইয়াছে, তাহার কোন তুলনা করা যায় না। শাসন দ্রোণদীর কেশাকর্ষণ পূর্বক করাশীশ গিরা অগম্য করেন।

মহারাজ উজ্জয়িনী উপর উপবিষ্ট হইলে, তখন ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি যে পর্যন্ত দ্রুপদাদানের উরু ভঙ্গ ও দুঃশাসনের যত্নকচ্ছদন করিয়া তাহার কধির পান না করিবেন তত দিন দ্রোণদীর কেশ বন্ধন করিতে দিবেন না। দ্রোণদীর অগমানের তের বৎসর পরে কুকক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। এই পর্যায়ে দ্রোণদী মুক্তকেশা ছিলেন। ভীম নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন এবং শত্রু শোণকর্তৃ হস্তে দ্রোণদীর কেশ বন্ধন করিয়া দিলেন, অথচ ভীমের জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পার্থক চন্দ্রমণি ছিলেন, অর্জুন বীরাগ্রগণ্য ছিলেন।

দ্রোণদী মৃত্যুর পরে যুদ্ধ হয়। সেই সময় করাশীশ জাতি ধর্ম ও অধর্ম উভয় দিক দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া শত্রু নিবাসনের স্থান নির্ধারণ হইল। তত দিন দেশের ত্রিবিধি ছিল। যে দেশের লোকের বধন পতনের স্পৃহা বলবৎ হইয়া উঠিয়াছে।

তখন বিখ্যাত হইয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে স্যাপি এই স্পৃহা বলবৎ রহিয়াছে বলিয়া ইহাদিগের পুত্র অদ্যাপি আরম্ভ হয় না। ইংলও এই নিমিত্ত ভারতবর্ষের এক-ছত্রাক্ষিপ হইয়াছেন, করাশীশরা এই নিমিত্ত সর্বোচ্চ জাতি হন, প্রাণিয়ার জয় পতাকা এই নিমিত্ত উড় ভীরমান হইয়াছে এবং আমেরিকা এই নিমিত্ত দাস ব্যবসায় পাপ দেশ হইতে দূরীকৃত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ক্রাক্ষণেরা আমাদিগকে ইহার বিপরীত উপদেশ দেন। তাহারা আমাদিগকে বলেন অশিমা পরম ধর্ম, তাহারা আমাদিগকে সংসারের অনিত্যতা শিক্ষা দেন, এবং যে অবধি এই সমুদয় উপদেশ আমাদিগের সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, সে অবধি ভারতের পতন আরম্ভ।

পৃথিবী পতন হয় নাই। ঈশ্বর এখনও

আমাদের মন হইতে উৎপাতন করিলেন, অথচ দুর্জন দুর্ভাগ্য জাতি কর্তৃক আমরা পরিবেষ্টিত রহিলাম। ক্রাক্ষণেরা আমাদের হস্তে কড়িয়া লইলেন, কিন্তু আমরা বাস্তব পরিবেষ্টিত রহিলাম। সুতরাং দেশ পতিত হইল। ক্রাক্ষণেরা এই মহা পাপ করেন এবং আমরা সহস্র বৎসর নরক ভোগ করিয়াও ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিলাম না। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে করি কিনে হইবে তাহা জগদীশ্বর জানেন। পূর্বকালে লোকের কোন মহা পাপ হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তাহারা বলিদান দিয়া পাপ হইতে উদ্ধার হইত। বধন সংসার পাপ পূর্ণ হই উঠে তখন বীণা ধ্বংস নিজের রক্ত পাতে পৃথিবী উদ্ধার করেন। আমাদেব শাস্ত্রে কথিত আছে যে প্রথমে পৃথিবী মনুষ্য জাতির বাস যোগ্য ছিল। কিন্তু অধিকৃত বধ করিয়া উহার উন্নতি সাধন করিলেন। আমেরিকা দাস ব্যবসায় জন্য যে মহা পাপ করেন তিনি সে দিবস আত্মীয় স্বজনদের রক্তে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। আমাদের বদি সে কালের ন্যায় বলিদান দ্বারা পাপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে এইরূপ বিশ্বাস থাকিত তাহা হইলে নয় আমরা সহস্র পশুমেধ বজ্র করিতাম, শ্রমোজ্ঞন হইলে নয় নরবলি দিতাম। কিন্তু আমাদের সে বিশ্বাস গিয়াছে এবং নরবলি দিয়া দেশ উদ্ধার করার মত্বও হিন্দু জাতির আর নাই। কিন্তু মাঘ মাসের বসুধর্ষনে একটি কাবতা পাঠে আমাদের অনেক আশার সঞ্চার হইল। এই কাবতায় একজন চন্দ্রন বর্ষ বসুধা বানকের রচিত।

শমসু বোধ হয় এই কাবতায় তিনি। কাবতায় কিরদংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

কতদিন দিবাকর উদিত হইবে গগনে,
রক্তিম বরণ ধরি, বিহারিয়া শূন্যোপরি,
রঞ্জন করে ছু বত ভারত সন্তানে।
এবে কেন সেই সূর্য নাহি লাগে মনে?
সুনীল অম্বর ঐ তাসে শশধর।
লইয়া তারকা মালা, গগনে করিছে খেলা,
অমর বেষ্টিত যথা দেব পুন্দর।
নৈশ নীল অন্তরীক্ষে শোভে স্পর্শকর।
নির্মল দেবীতল স্মিত চন্দ্র করে।
অচ্ছ শ্বেত বাস পরি, অবনী সাজিল মরি,
কিবা শোভা মনোলোভা ভুজিল, অমরে।
এ সকলে দুঃখ কেন হতেছে অমরে?
কেন নাহি ভাল লাগে বসন্ত হসন?
যবে ছুই ফুলবালা, গলেধরি করে খেলা
দোলাইয়া যায় যদি মলয় পবন;
কেন কাঁসবার স্তম্বে দুঃখী এত মন?
সুপুচ্ছ বিস্তৃত করি যত শিখরি,
দেখি নব জন্মের পায় পায় সন্দর।
ভালে মনে হইবে, অমর পায় পায়
বিবাদ মায়।

যে কবি এই কাবতায় লিখিয়াছেন
স্বর্জিত হইয়াছে, ভূবনে ভারত মর্ত্য
পাগ ভয়ে দিলুঁ কঁারে, যবনের করে।
ম হিন্দুর নাম কলঙ্ক সাগরে।
হইয়াছে কাল শেষ হতে।

ভাঙ্গিয়া ভারত মণ্ডল, ক্রাক্ষণ বিনয়ন করি
দুহিল মারের সেই অতুল্য জগতে।
অস্থিত মন তির আছে কি আর ভারত?
কত দিবা অস্ত বায় কত রাত্র আসে,
এবার কি বা পৌছাবে, এমনি রহিয়া যাবে,
হবে না কি সংসারের ভারত আকাশে?
অন্ধকার গিবে কি ভারত আকাশে?
ঈশ্বর করুণা ময়। তিনি তাহার একটি পুত্রের
ক্রন্দন চক্ষু দেখিতে পারেন না। ভারতবর্ষের জন
সংখ্যা বিংশ কোটি লোক এবং ইহার চতুর্দশ বৎসরের
বালক যখন দেশের দুর্গতির নিমিত্ত ক্রন্দন করি
তেছে তখন আর ভয় নাই ঈশ্বর পূর্ণ বয়স্ক যু
ব্বের ক্রন্দন শুনিয়াই যদি হিত থাকিত পারেন
কিন্তু বধন স্মৃতি বানকেরাও দেশের দুর্গতির নিমিত্ত
ক্রন্দন করিতে পারেন করিয়াছে তখন ভারতবর্ষের
উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই। একবার হিন্দু জাতির
মধ্যে এরূপ ক্রন্দন রোল উঠে এবং ঈশ্বর আমা
দিগকে উদ্ধার করেন। তিনি সহস্র সহস্র ক্রোশ
দূর হইতে অকুল পাখার উজ্জ্বলন করাইয়া ইংরাজ
জাতিকে এদেশে লইয়া আইসেন এবং আইনদিককে
উদ্ধার করেন। আবার সেই ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে।
ইহাতে ঈশ্বর ইংরাজ দিগকে জাগরিত করিয়া বুঝা
ইয়া দিবেন যে তাহাদের দূরা ব্যতীত আর আমাদের
গতি নাই।

বঙ্গদেশীত বিদ্যালয়।
গত মঙ্গলবার বঙ্গ দেশীত বিদ্যালয়ে মাণিক
সারক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে একটি সভার
অধিবেশন হয়। সভাতে অতান পাঁচশত ইংরাজ
ও দেশীয় ভদ্রলোক উপস্থিত হন। ফাদার লাকো
মডাপতির আসন গ্রহণ করেন। ফাদার লাকো
ইংরাজিতে একটি বক্তৃতা করিয়া ছাত্রদিগকে পারি
তোষিক বিতরণ করেন। সর্বোচ্চ বালকদয় দুইটি
মেডেল ও অপর কয়েক জন কয়েকটি সঙ্গীত যন্ত্র
পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। পুরস্কার বিতরণ হইলে তাহার
পর ছয় রাগের একটি অভিনয় প্রদর্শিত হয়। এটি
একটি অপূর্ণ দৃশ্য। আমরা যখন এক একটা রাগের
প্রতিমূর্তি দেখিতে লাগিলাম তখন আমাদের এক
একটি সুখ প্রস্রবণের দ্বার উদঘাটিত হইতে লাগিল।
শ্রীরাগ একটা বিদ্যামরী লঙ্ঘে করিয়া নব প্রস্রবণ
পুষ্প রাজী নিকুঞ্জ বন হইতে চয়ন করিতেছেন। বস
ন্তের শরীর পীত বসনে সুসজ্জিত, পাশে মধুর
হাসিনী রমণীগণের বিস্ফারিত নর হস্তে বিধি গ্রন্থি
নিষ্কিণ হইতেছে। ইহা দেখিয়া তাহার জ
টাছুট হইতে মনোমুগ্ধতা পাইয়া মনোমুগ্ধ হইলে অর্ধ
চন্দ্র কল্যাণ পাইতেছে। সপ্তম রাগের রূপ চন্দ্র
রক্তিম বসন, মর বোধন এবং মধুর ভাব। যেষের নীল
বসন, মর পাতাল, মৃত্যু। নট নারায়ণের তুরঙ্গ
পারিতোষিক কলেবর ও বীর আকৃতি। এই সকল
দৃশ্য দর্শনে আমাদের হৃদয়ে এক একটা সুতম অতি
সুন্দর ভাবের আবির্ভাব করিল। যে হোপুত্বের
এই সমুদয় রাগগণকে গুণিত্য করিয়া
তাহারা কি দৈব শক্তি সম্পন্নই ছিলেন! যে
কর্তৃক এই সমুদয় অলৌকিক সুখ-প্রস্রবণ
আবিষ্কৃত হইয়াছিল সে জাতি কি বহুই